তদবির

আবু তাহের

প্রচ্ছদ ◆ রবীন আহসান

তদবির

আবু তাহের

তদবির

গ্রন্থস্বত্ব | লেখক
প্রথম প্রকাশ | ফেব্রুয়ারি ২০০৩
প্রচ্ছদ | রবীন আহসান
প্রকাশক | **শ্রাবণ**
১৩২, আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা),
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ০১৭১-০১৭৪২০
মূল্য: ৪০.০০ টাকা

TADBIR
A Bengali Drama
by Abu Taher
23 Tylney House, Nelson Street, London, E1 2DU
Published by: Shrabon Prokashoni
February 2003
Price: Tk. 40.00 UK £ 2.00

উৎসর্গ

ধর্মান্ধতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার
শিকার সকল
সাধারণ মানুষকে

নাট্যকারের বক্তব্য

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শতাব্দীতে তাবিজ ঝাড়-ফুঁক আর বশিকরণ মন্ত্রে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে আহত করে এখনো যে সব ধর্ম-ব্যবসায়ী মোল্লা সমাজে নিজেদের অবস্থান বহাল রেখেছে, তাদের ভাওতাবাজী আর ভন্ডামীর বিরুদ্ধেই আমার এই নাটক 'তদবির'।

মূলত হাস্যরসের আবহে এখানে সমাজের সকল প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে একটি তীব্র প্রতিবাদ। ইতিমধ্যেই নাটকটি বিলেতের বিভিন্ন মঞ্চে-অনুষ্ঠানে কয়েকবার প্রদর্শিত হয়েছে, প্রশংসা কুড়িয়েছে। দর্শক শুভানুধ্যায়ী এবং নাট্যজনদের অনুপ্রেরণাতেই নাটকটি এবারে বই আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। শ্রাবন প্রকাশনীর আগ্রহ এ কাজটিকে আরো একধাপ এগিয়ে দিয়েছে।

বিলেতের বাঙালি সমাজের অনেক বিক্ষিপ্ত চরিত্রকে জোড়াতালি দিয়ে সমন্বয়ের মাধ্যমেই এগিয়ে গেছে 'তদবির' এর কাহিনী।

ইদু মোল্লা নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কোন এক মসজিদের স্পন্সর নিয়ে বিলেতে এসে সাধারণ মানুষের সরল বিশ্বাসকে পুঁজি করে তাবিজ টোটকার ব্যবসার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ধান্ধায় লিপ্ত।

কুলসুম সমাজে আরো দশজন সাধারণ রমণীদের একজন, যার ভিতরে লুকিয়ে আছে অসাধারণ প্রতিভা।

বাহার একজন নাট্য পরিচালক। বাংলা শিল্প সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধ করছে এই সমাজে। নায়িকার অভাবে নাটক হচ্ছেনা। শেষ পর্যন্ত মোল্লার বউ কুলসুমকে বেছে নেয় নাটকের নায়িকা হিসাবে। যাতে প্রমান হয় প্রতিভাকে সাধনার মাধ্যমে খুঁজে বের করতে হয়।

আইডিয়া হচ্ছে এ সমাজের হাজার হাজার চরিত্রের একজন, বেকারত্ব যার সুখ-ভালোবাসাকে অবজ্ঞা করে বোকা বানিয়ে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত সেও মোল্লার বশিকরণ তাবিজের শিকার।

সাইদা সাধারণ বাঙালী পরিবারের একটি সাধারণ মেয়ে। আইডিয়ার মত ছেলেকে ভালোবেসেও গ্রহণ করতে পারছে না সমাজ- পরিবারের ভয়ে।

ফিলিপ মিয়া– অপাংক্তেয় জীবন নিয়ে বেঁচে আছে। যার ভেতর এক অসাধারণ বিবেক-বিচার ক্ষমতা লুকিয়ে থাকা সত্ত্বেও শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা তাকে ফেলে রেখেছে সমাজের ঘোলা জলাশয়ে।

১৯৯৬ সালের জুলাই মাসে বিলেতের প্রথম বাংলা নাট্য উৎসবে ইষ্ট লন্ডনের কার্টেন থিয়েটার হলে নাটকটি প্রথম মঞ্চায়নে যাদের সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি তাদের কাছে আমি আবারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ করে : চিত্র পরিচালক- খসরু নোমান, প্রয়াত অভিনেতা ও পরিচালক- শওকত আকবর, কবি-সাংবাদিক- ফারুক আহমেদ রনি ও সংহতি সাহিত্য সংস্থার সদস্যবৃন্দের সহযোগিতা কোনোদিন ভুলবোনা।

নাটকটি বই আকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য প্রথম আলোর সাংবাদিক মুস্তাফিজ শফি, প্রকাশক রবীন আহসান ও নারগীস পারভীন রিতাকে ধন্যবাদ।

আবু তাহের

॥ চরিত্র ॥

সূত্রধর (পুরুষ)
ইদু মোল্লা
কুলসুম (মোল্লার বউ)
আইডিয়া (কেরামত মন্ডল)
সাইদা
বাহার
ফিলিপ মিয়া

প্রথম দৃশ্য

ঢোল বাজিয়ে নাচতে নাচতে মঞ্চে প্রবেশ করবে সূত্রধর। স্পট লাইট অনুসরণ করে সূত্রধরকে। বাজনার তালে তালে গান ধরে–

ঢাকা থেকে ইদু মোল্লা
নকল মোল্লা সাজে
মোল্লাগিরির স্পন্সর নিয়ে
লন্ডন শহর আসে।

চাকরি বাকরি তদবির করে
তদবির করে বিয়ের
মায়ের কাছে তদবির করে
বিয়ের যুগী ঝিয়ের–।

যাদু টোনা অসুখ বিসুখ
বাত হাঁপানী রোগ
তাবিজ বেইচা ড্রিংক খায়
খায় রাজভোগ।

ইদু মিয়া কুলসুম বিবি
খুশি দুইজনে
সংসার সুখের হয়
রমণীর গুণে।

একদিন ঘরে ফিরে
দেখে ইদু মিয়া
বউ তার চইলা গেছে
সাগরে ভাসাইয়া।

সেই দুঃখে ইদু মিয়া গো
ও বন্ধু! করে আহাজারি রে
আমার কুলসুম, কুলসুম গো!

তারপরের কাহিনী
বলব না তো ভাই
বলা উচিত হবে না
বলার হুকুম নাই।

ধৈর্য্য ধরে কষ্ট করে
ক্ষণিকও বসেন
বাকি ইতিহাসটুকু
স্বচক্ষে দেখেন।

সূত্রধর চলে যায়। মঞ্চে ধীরে ধীরে আলো জ্বলে উঠবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাস্তা। দিন

খুব সাবধানে মোল্লা রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে। সন্তর্পণে এদিক ওদিক দেখছে। পেছনে তার স্ত্রী বোরখা পরা। হাতে কাপড়ের পোটলা-ব্যাগ ইত্যাদি। দুজন কথা বলতে বলতে প্রবেশ করে।

মোল্লা ঃ বুঝলা বউ– এই দ্যাশটা যেমুন ভাবছিলাম তেমুন না। খুবই সাবধান থাকতে হইবো– জ্বীন ভূতের দ্যাশ।

কুলসুম ঃ আন্নে ঠিকই কইছেন–বেদ্বিনের দ্যাশ– জ্বীন ভূততো থাকবোই।

মোল্লা ঃ এই গুলান থেকে অন্যদের বাঁচাইতে হইবো– আর আমাদেরও বাঁইচ্যা থাকতে হইবো। বুঝলা–?

কুলসুম ঃ হু বুঝছি।

মোল্লা ঃ শোন বউ– এই দ্যাশের রাস্তাঘাটেও জ্বীনের নজর আছে। ব্যাবাক মানুষ ফুট্টুস কইরা মইরা যায়। কেউ কইবারই পারে না।

কুলসুম ঃ হায় আল্লা! এইটা আন্নে কি কন্ এত মুছিবতের মধ্যে আমরা থাকুম ক্যামনে?

মোল্লা ঃ থাকন লাগবো বউ, দুইটা ট্যাহা– ট্যাহার জইন্যে।

(দীর্ঘশ্বাস ফেলে)

আহারে সোনার বাংলা তর জইন্যে বড় দুঃখ হয়, তয় ডরাইওনা বউ আমি সব শিখাইয়া দিমু।

কুলসুম ঃ আচ্ছা–

মোল্লা ঃ যেমুন ধরো– এই দ্যাশের রাস্তা। এই পারে থাইক্যা ঐ পারে যাওন খুবই কঠিন। টেরাফিক লাইটে দাঁড়াইবা ঠিকই–। কিন্তু ব্যাবাক মানুখের লগে দৌড় দিবা না।

(বউ মাথা নাড়ে।)

তাইলে দেখবা–তোমার একখান হাত নাই কিংবা একখান পাও নাই।

(হাত-পা দেখে-মোল্লাকে জড়িয়ে ধরে)

কুলসুম ঃ কি কইলেন হাত নাই- পাও নাই? আমাগো ট্যাহার দরকার নাই।

আমি থাকুম না। আপনে আমারে দ্যাশে লইয়া চলেন।

মোল্লা ঃ আরে ঘাবড়াও ক্যান? নো প্রবলেম। শোন, আমি শিখাইয়া দিতাছি।

(মোল্লা দেখিয়ে দেয়–কিভাবে রাস্তা পাড়ি দেবে)

খুব মন লাগাইয়া শুনবা - আর দ্যাখবা। যেমুন ধর এইটা হইলো রাস্তা– এইখানে দাড়াইবা। ব্যাবাক মানুষ যাউক, কিংবা না যাউক কিচ্ছু ভাইবো না– একবার ডাইনে চাইবা আরেকবার বামে। তারপর চক্কু বন্ধ কইরা পড়বা– লাইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানকা ইন্নিকুনতু মিনাজ জোয়ালেমিন। তারপর সামনের দিকে হাটতে থাকবা– তয় মরলেও বেদ্বিনের মতো মরবা না বউ।

(বউ মোল্লার মতো করতে চেষ্টা করে। চোখ বন্ধ করে হাটতে থাকে সামনের দিকে)

কুলসুম ঃ লাইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নিকুনতু মিনাজ জোয়ালেমিন। এই চললাম–

মোল্লা ঃ আরে খাড়াও, খাড়াও খাড়াও। ফাইন হইছে– ভেরী ফাইন। এইবার চক্ষুখোল–

কুলসুম ঃ চক্ষু খুলবো? এই খুললাম।

মোল্লা ঃ এইবার দেখো। ঐ দেখো, সামনে, ঐটা কি চেনো? চেনো না। এইটা হইলো টাওয়ার বিরিজ। টাওয়ার বিরিজ বুঝছো?

(বউ না বোধক মাথা নাড়ে)

কুলসুম ঃ কি-রিজ?

মোল্লা ঃ আহা বিরিজ– বিরিজ। টাওয়ার বিরিজ। টাওয়ার বিরিজ হইলো গিয়া লন্ডনের মেইন বিরিজ। টেমস্ নদীর উপর দিয়া এই বিরিজ। আমাগো যেমুন বুড়িগঙ্গার বিরিজ– হেই রকম আর কি! এইবার বুঝছো?

কুলসুম ঃ হুম, কি সুন্দর, আহারে ঠিক যেন সিনেমার মতন। এইবার বুঝছি– নদীর উপর যেমুন পুল থাকে, হেই পুলের বিরিজ।

(মোল্লা রাগ করে)

মোল্লা ঃ নাউজুবিল্লাহ। তোমারে দিয়া কিচ্ছু হইবো না। লন্ডনে আইছো আইজ তিন মাস। এখন পর্যন্ত ইসমার্ট হইতে পারলা না। একটা ইংরেজী শিখতে পারলা না। তোমারে নিয়া কই যাই কও দেহি?

কুলসুম ঃ কি যে কন। আমি কি করলাম। আপনে না শিখাইলে আমি শিখুম ক্যামনে? কই থিক্যা শিখুম কনতো?

মোল্লা ঃ ঐ দেহ। দেখছো-দেখছো? মেম সাহেবেরা ইসকাট্ পইরা কিমুন ইসমার্ট হইয়া চলতাছে। আর মুখ দিয়া কিমুন সুন্দর বইয়ের মতন ইয়েস নো ভেরী গুড, ইয়েস নো ভেরী গুড কি সুন্দর ইংরেজী কয়। রাবিশ–

(বউ রাগ করে অন্য দিকে মুখ ঘোরায়)

কুলসুম ঃ কি? আপনে আমারে বেরাবিশ কইয়া গাইল দিলেন? থাক আমি আর কথা কমু না। *(বউ অভিমান করে)*

মোল্লা ঃ বউ, ও বউ। কি হইলো– রাগ করলা? রাগ কইরো না। রাগ কইরো না বউ।

(ব্যাগ থেকে কোমল পানীয় বোতল বের করে)

বহো বহো এইখানে বহো। বউ, ডিরিং খাইবা। ডিরিং?

কুলসুম ঃ এইটা কি হালাল ডিরিং?

মোল্লা ঃ হারাম না– হারাম না– হালাল ডিরিং। এক্কেরে পিওর হালাল। খাও-ন্যাও ধর।

(আইডিয়ার প্রবেশ। আইডিয়া হেটে যাচ্ছে। হঠাৎ ওদেরকে চোখে পড়ে)

আইডিয়া ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম।

মোল্লা ঃ কে, কে? ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম।

আইডিয়া ঃ আপনে মোল্লা ভিজিট না?

মোল্লা ঃ জ্বি ভাইসাব আমি মোল্লা ভিজিট। কিন্তু আপনে?

আইডিয়া ঃ আমি– আমি কেরামত মন্ডল। চিনতে পারছেন ঐ যে আইডিয়া। সবাইকে আইডিয়া দেইতো– তাই সবাই আমাকে আইডিয়া বলে ডাকে।

মোল্লা ঃ ও-হো– আইডিয়া ভাই। স্লামালেকুম। ইনি আমার পরিবার। মাইনে আমার ওয়াইফ।

আইডিয়া ঃ ও তাই নাকি? মা.. সাআল্লা। আ-স্‌সালামু আলাইকুম ভাবীজান।

(মোল্লা সালামের সময় বউকে দেখতে বাঁধা দেয়)

মোল্লা : আরে থামেন থামেন। কোন বেগানা পুরুষের লগে উনি কথা কন্ না। উনি রিলিজিয়াস।

আইডিয়া : বেগানা–বেগানা আবার কি? বাংলা বলতে পারেন না।

মোল্লা : ভুল হইয়া গেছে ভাইসাব মাফ কইরা দেন। I am very sorry.

আইডিয়া : আবার ইংরেজী। বাংলায় বলেন বাংলায়। বলেন দুঃখিত।

মোল্লা : জ্বিনা, আর ভুল হবে না। তা, ভাইজানের শরীরডা ভালা তো?

আইডিয়া : হ্যাঁ ভালো। তবে মনটা ভালো না। সমস্যায় আছি। জটিল সমস্যা। আপনাকে পাওয়াতে আমার খুব লাভ হলো। আমার কিছু তদবির দরকার।

মোল্লা : বুঝছি, সব ঠিক হইয়া যাইবো। সময় পাইলেই চইলা আসবেন। ঐযে মসজিদের পাশে যে ফেলাটটা দেখতাছেন, তার সেভেন বি। রাস্তার নাম ফিল গেট স্ট্রিট। তয় দিনের বেলায় আসবেন না ভাইসাব। দিনে আমি ঘরে থাকি না। বেগম সাহেব একা থাকে।

আইডিয়া : ঠিক আছে। তা শুনলাম আপনার নাকি চাকুরী চলে গেছে?

মোল্লা : জ্বী– ভাইসাব চাকরীটা চইলা গেল। বড়ই দুঃখের কথা।

আইডিয়া : তাই নাকি? তা কি করছেন আজকাল?

মোল্লা : জ্বী তাবিজ।

আইডিয়া : কি বললেন– তাবিজ?

(লজ্জা ভাব নিয়ে বলে মোল্লা-)

মোল্লা : জ্বী তা-বি-জ।

আইডিয়া : খোলাশ্যা করে বলেন। বুঝতে পারলাম না।

মোল্লা : হা হা হা হা। বুঝলেন না। সকাল বিকাল পোলাপানরে কোরআন শিক্ষা দেই। আর পার্ট টাইম তাবিজ বিক্রি করি।

আইডিয়া : বাহ–। ফাইন বিজনেস ধরেছেন তো ভাই। এই দেশের ছেলে মেয়েদের মানুষ করতে হলে তাবিজটারে–– করতে হবে Part of life.

মোল্লা : ঠিক কইছেন ভাইসাব। এই বেদ্বিনের দেশে ছেলে মেয়ে কন্ট্রোল

		করতে হইলে তাবিজ ভীষণ প্রয়োজন। নইলে এদের জ্বীনে ধরবে। সাদা জ্বীন বড়ই খতরনাক। একবার যদি ধরে আর রক্ষা নাই।
আইডিয়া	ঃ	খুব ভালো কথা বলেছেন। ভাবীজান কেও একটা তাবিজ দিয়েন। বলাতো যায় না সাদা জ্বীন যদি তাকেও ধরে।
মোল্লা	ঃ	আসতাক ফিরুল্লা- আসতাক ফিরুল্লা। এইটা আপনে কি কন ভাইসাব। সাদা জ্বীন ধরবে আমার বেগম সাহেবারে। নাউজুবিল্লাহ–।
আইডিয়া	ঃ	ঠিকই বলি– খুব সাবধান। ভিজিটারদের উপর এইসব সাদা জ্বীনের নজর বেশী। বুঝেছেন?
মোল্লা	ঃ	তাই নাকি। লাইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনায যোয়ালেমিন। খুব ভালো কাজ করলেন ভাইজান উপদেশটা দিয়া।
আইডিয়া	ঃ	আমি রবিবারে আপনার বাসায় আসবো। এখন আসি? *(আইডিয়া বিদায় নেয়।)*
মোল্লা	ঃ	জ্বী ভাইসাব। আইলে কথা হইবো। আস্‌সালামু আলাইকুম। *(তাড়াহুড়ো করে সালাম করে। বউকে একটা তাবিজবের করে দেয় এবং নিজে পরায়।)*
আইডিয়া	ঃ	ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম। *(প্রস্থান)*
মোল্লা	ঃ	তাড়াতাড়ি উঠো- বউ। এই তাবিজটা সঙ্গে রাহো। আহা রাহো না। সাদা জ্বীন বড়ই খতরনাক। একবার যদি ধরে তাহলে রক্ষা নাই। ট্যাহা গেলে ট্যাহা পামু। বউ গেলে বউ পামু না। চল– চল- তাড়াতাড়ি চল। এরিয়াটা ভালা না। ভেরী ব্যাড।
কুলসুম	ঃ	কি যে করেন। উনি কইলো আর আন্নে বিশ্বাস কইরা ফালাইলেন। আমি বিশ্বাস করি না।
মোল্লা	ঃ	সোবহানাল্লাহ কও কি? কও কি বউ? তুমি পাগল হইয়া গেলা? *(পরনের শাড়ী গোছাতে চায়।)* চলো বউ চলো আর দেরী না। শীগঘির আমরা এইখান থিকা পালাই। *(বউয়ের দিক থেকে মুখ ফেরাতেই বাহার মুখোমুখি। বাহারের প্রবেশ। বাহার মোল্লার বউয়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে থাকে। তারপর সিনেমার ষ্টাইলে বলতে থাকে)*

বাহার ঃ পেয়েছি– পেয়েছি– পেয়েছি।

মোল্লা ঃ কি– কি পাইছেন? কি পাইছেন ভাইসাব?

বাহার ঃ একে– একেই পেয়েছি। একে আমি নায়িকা বানাবো। উফ নায়িকা–

মোল্লা ঃ কি কইলেন? ভাইসাব, উনি– মাইনে উনি আমার পরিবার। আই মিন ওয়াইফ।

বাহার ঃ ওয়াইফ? আপনার ওয়াইফ? অসম্ভব– এ হতে পারে না। এত সুন্দর জুহি চাওলার মত চেহারা, রেখার মত ফিগার। শ্রীদেবীর মত এক্সপ্রেশন। বাহ্– অসাধারণ মেয়ে– আপনার ওয়াইফ হতেই পারে না।

মোল্লা ঃ সর্বনাশ! কন্ কি? আমার বউরে বলেন কিনা আমার বউ না? ভাইসাব– ও ভাইসাব। আপনে কে ভাইসাব?

বাহার ঃ আমি বাহার।

মোল্লা ঃ বাহার।

বাহার ঃ হ্যাঁ আমি বাহার। বাংলা নাটকের ডাইরেক্টর। লন্ডনে যত বাংলা নাটক হয় তার প্রায় সবগুলোর ডাইরেকশন আমিই দিয়ে থাকি। তাই ওকে আমার দরকার।

মোল্লা ঃ আসতাক ফিরুল্লা। আসতাক ফিরুল্লা– কয় কি? আমার বউরে বলে দরকার।

বাহার ঃ আবার বউ। এত সুন্দর ডায়নার চোখের মতো চোখ– কি স্লীম গড়ন। আপনার মতো একজন বদসুরত মোল্লার বউ হতেই পারে না। অসম্ভব। আপনার কাছে কোন প্রমান আছে?

মোল্লা ঃ ইয়া আল্লা কাবিনের কাগজ তো সঙ্গে নাই। কি মুছিবতে পড়লাম। ভাইসাব। এইখানে আওনটা আমাদের ভুল হইছে। মাফ কইরা দিয়েন। আমরা যাই।

বাহার ঃ যেতে হয় আপনি যান, উনাকে বলছেন কেন? আমি উনাকে নায়িকা বানাতে চাই।

মোল্লা ঃ না-য়ি-কা? আসতাক ফিরুল্লা। আসতাক ফিরুল্লা। এইটা আপনে কন কি? আমার বউ খুবই রিলিজিয়াস।

বাহার ঃ আমি উনাকে রিলিজিয়াস নায়িকা বানাবো। দরকার হলে বোরখা পরিয়ে

অভিনয় করাবো। আপনি জানেন না মেয়ে আর্টিস্টের অভাবে এদেশে বাংলা নাটক প্রায় বন্ধ হতে চলেছে।

মোল্লা ঃ ভাইসাব। আপনার পায়ে ধরি। আমরা রিলিজিয়াস মানুষ। আমাগো ঐ সবের মইধ্যে জড়াইয়া গুনার ভাগী কইরেন না।

বাহার ঃ তাহলে কি এদেশ থেকে বাংলা সংস্কৃতি–সব কি মুছে যাবে? নষ্ট হয়ে যাবে আমাদের ঐতিহ্য।

মোল্লা ঃ ভাইসাব, বাহার মিয়া?

বাহার ঃ কি?

মোল্লা ঃ আপনের মনের দুঃখ আমি বুঝছি। কিন্তু নামাজের ওয়াক্ত হইতাছে। উনি আবার ওয়াক্তের সময় নামাজ পড়েন। ক্বাজা করেন না। এইডা উনার অভ্যাস।

বাহার ঃ নামাজের কথা বলছেন বাধাদেব না– বাঁধা দেয়াটা গুনা। যান। তবে ঠিকানাটা দিয়ে যান।

মোল্লা ঃ সেভেন-বি ফিল্ড গেইট ট্রীট। মসজিদের পাশের ফেলাট। ভুল হইলে মাফ কইরা দিয়েন। আমরা যাই? তবে দিনের বেলায় আইসেন না ভাইসাব। দিনে আমি ঘরে থাকি না।

বাহার ঃ কথাটা বলে ভালই করলেন। শোনেন–

মোল্লা ঃ কি ভাইসাব।

বাহার ঃ উনারে– উনিই বলবেন–। বউ বলবেন না। শুনতে খারাপ লাগে। বুঝেছেন?

মোল্লা ঃ জ্বী। আচ্ছা ভাইসাব, এবার তাইলে যাই আস্‌সালামু আলাইকুম।

বাহার ঃ ওয়ালাইকুম …………

মোল্লা ঃ চলো বউ–

(বাহারের দিকে তাকায়)

চলো উনি– চলো–

(দুজন চলে যায় বাহার একা একা কথা বলে চলেছে। পেছন থেকে দেখা যায় ফিলিপ ললিপপ খেতে খেতে ঢুকছে)

বাহার ঃ উফ্‌- ইউরেকা। নায়িকা। এতদিনে আমি মনের মত নায়িকা পেয়ে

গেছি। এইবার আটকায় কে? নাটক একটা করতেই হবে। লন্ডনের মাটিতে দেখিয়ে দেবো নাটক কাকে বলে। বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি আবার উজ্জীবিত হবে। নতুন প্রজন্মের কাছে চির জাগরুক হবে বাঙালীর ঐতিহ্য।

ফিলিপ ঃ এ-এ-এ-এ-পাগল। হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ পা-গ-ল!

বাহার ঃ আরে ফিলিপ মিয়া? আয় আয়। বড় ভালো সময়ে এসে পড়েছিস। জানিস আজ আমি মহাখুশী। আমি নাটক করবো। তুই হবি রিয়াল ক্যারেক্টার- কি পারবি না?

ফিলিপ ঃ হুঁ- পারবো। আমি সুরুত মিয়ার পাট করবো। প্লেন থেকে নামলে তোমরা আমাকে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলবে। এ্যাঁ-হে হে হে হে

বাহার ঃ সাব্বাস। খুব ভালো একটা প্লট দিয়েছিস তো। এটাই হবে আমার নাটকের কাহিনী। নাম- হবে, "রক্তাক্ত বিমান বন্দর, শোকাহত জনতা।" কি- ঠিক হবে না?

ফিলিপ ঃ আমি সুইট খাবো। পয়সা দাও।

বাহার ঃ এই নে, পয়সা নে, সুইট খাবি। তুই খুব ভালো ছেলে ফিলিপ মিয়া। কোন, এই নাটকটা করার পর কমিউনিটির মধ্যে আমি খুব নাম করা একটা ফিগার হ'য়ে যাবো। এমন কি নেতা- ফেতাও হয়ে যেতে পারি বুঝলি-

ফিলিপ ঃ হ্যা- ছাই হবে-পঁচা। আমি তোমার পয়সা নেবো না। এই নাও- হে হে- পাগল। এ-এ-এ-

(ফিলিপ পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে চলে যায়)

বাহার ঃ সে কি? কিছু ভুল বললাম নাকি? ফিলিপ মিয়া রাগ করে চলে গেল। না না নেতা- ফেতা হওয়া চলবে না। সুরত মিয়া হত্যা রহস্য নিয়ে নাটক করবো। তাতে হত্যাকারীদের বিচারের স্লোগান থাকতে হবে।

(আলো নিভে যায়)

তৃতীয় দৃশ্য

মোল্লার বাড়ী।

মোল্লা বসে তাবিজ তৈরী করছে। পাশে তার স্ত্রী বসে চুল বাঁধছে। গুন গুন করে গান গাইছে–

গান ঃ লন্ডন শহর আইসা আমার আশা পুরাইছে– মনের আশা পুরাইছে– আরে লাল লাল নীল নীল বাতি দেইখ্যা নয়ন জুড়াইছে। লন্ডন শহর আইসা আমার আশা পুরাইছে।

ও আমার রশিয়া বন্ধুরে তুমি কেন কোমরের বিছা হইলা না।

(গান গাইতে গাইতে দুজনে হাত ধরে নাচতে শুরু করে। এমন সময় কলিং বেল বেজে ওঠে)

মোল্লা ঃ কে? কে?

আইডিয়া ঃ আমি আইডিয়া। মানে কেরামত মন্ডল।

কুলসুম ঃ আমি দরজা খুইল্যা দেই।

মোল্লা ঃ না। তুমি ভেতরে যাও। যাও কইতাছি। আহা যাওনা। মাথায় কাপড় দিয়া যাও।

(বউ ভেতরে যায়)

আইডিয়া ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম মোল্লা ভাই।

মোল্লা ঃ ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম। আসেন। আসেন ভাইসাব। তা কি মনে কইরা?

আইডিয়া ঃ ক'দিন ধরে আসবো আসবো করছি। সময় পাইনা। জরুরী একটা কাজ আছে। তা ভাবীজান বাড়ীতে নাই।

মোল্লা ঃ আছে। আল্লা-বিল্লা করতাছে আর কি? আর কইয়েন না ভাইসাব– সারাটা দিন শুধু নামাজ কালাম আর রিলিজিয়াস বুক পড়াশুনা করে। ইংরেজী শিখতাছে। বুঝছেন ইংরেজী শিখতাছে।

আইডিয়া ঃ বেশতো। ভালো কথা। ল্যাংগুয়েজ কোর্সে ভর্তি করে দেন। ছয় মাসের মধ্যে আমাদের ভাবীজান স্মার্ট হয়ে যাবেন।

মোল্লা ঃ না না ভাইসাব। কোর্সটোর্স না। ছেলেরা আর মেয়েরা একসাথে

পড়াশোনা করবে? ইয়ং ইয়ং পোলাপান। নাহ্ থাক। বাদ দেন। কি জন্যে আইছেন হেইটা কন?

আইডিয়া ঃ আমার খুবই কঠিন সমস্যা।

মোল্লা ঃ নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। এইটা আপনে কি কন ভাইসাব। আপনের মত একজন জ্ঞানী মানুষ। আমার মত একজন গরীবের ঘরে আইছেন সেইটাতো আমার সৌভাগ্য।

আইডিয়া ঃ আমার সমস্যার সমাধান আপনে ছাড়া হচ্ছে না। তাই অন্য কোন পথ না পেয়ে আপনার কাছে আসা। দেখেন কিছু করতে পারেন কিনা?

মোল্লা ঃ মাশাল্লা। কন্ দেখী আপনের সমস্যাটা?

আইডিয়া ঃ জ্বিহাদ।

মোল্লা ঃ জ্বিহাদ!

আইডিয়া ঃ হ্যা জ্বিহাদ করতে হবে। জ্বিহাদ করে হোক, আর অন্য কোন ভাবে করেই হোক। ওকে আমার দরকার।

মোল্লা ঃ কাকে দরকার? কার কথা বলছেন?

আইডিয়া ঃ তাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না মোল্লা ভাই। আমি ঘুমাতে পারি না। স্বপ্নে এসে ও আমাকে ডাকে। বাহিরে চলে যাই। গল্প করি। কত কথা বলে - কত কিছু করে। আপনাকে বুঝাতে পারবো না। কিন্তু ঘুম ভাঙলে খুব দুঃখ পাই।

মোল্লা ঃ কে সে? ওটা কি সাদা জ্বীন? নাকি জামেকান, কোনটা?

আইডিয়া ঃ জ্বীন না। সেও না। ওটা হচ্ছে ‘ও’।

মোল্লা ঃ ‘ও’ অ-ও-ও ... আপনি খুলিয়া কইবেন তো–। তাতে লজ্জা পাইবেন ক্যান? হাছা হাছা কইবেন। তাইলে তদবির করতে সুবিধা হইবো। ‘ও’ কি শুধু রাত্রে আসে, না দিনেও।

আইডিয়া ঃ দিনে হঠাৎ হঠাৎ দেখা হয়। কোন কথা হয় না। আড়চোখে আমার দিকে তাকায়। সেটা আমি বুঝতে পারি। কাছে যেতে চাইলে, চলে যায়। কি করি আপনি বলেন।

মোল্লা ঃ মুসকিল আছান। কোন ভয় নাই। এমন একটা তাবিজ দিবো– তাইলে সব মুছিবত সাফ। তবে আপনেরে আমার কথা মতো কাজ করতে হবে।

আইডিয়া ঃ আপনার কথা মতো সব কাজ করতে রাজী। যদি একবার বলেন ওকে আমি পাবো।

মোল্লা ঃ কথা মতো কাজ হইলে ইনশাল্লাহ চেষ্টা কইরা দেহি। দ্যাশে এই রকুম আরেকটা কেইছ করে বেশ নাম করছিলাম। Successful হইছিলো। আপনেরটাও হবে ইনশাল্লাহ।

আইডিয়া ঃ বলেন আমাকে কি করতে হবে?

মোল্লা ঃ খুব মনোযোগ দিয়া শুনেন। রাত বারোটায়। একটি ফুল বিহীন গোলাপের গাছ এক কূপে কাইট্টা আনতে হইবো। তবে সাবধান। কেউ দ্যাখলে চলবো না। পারবেন?

আইডিয়া ঃ জ্বী পারবো।

মোল্লা ঃ আর আমি যে তাবিজটা দিবো। তা ঐ ফুল গাছের ডালে বাইন্ধা রাখবেন। দেখবেন ধীরে ধীরে ওর মহব্বত আপনার প্রতি দিগুণ, আরো দিগুণ– দিগুণের চাইতেও দিগুণ হইত্যাছে। একদিন দেখবেন লাল শাড়ী পইরা ঠিকই আপনার ঘরে চলে আসবে।

আইডিয়া ঃ কিন্তু এটা আমি বুঝবো কেমন করে?

মোল্লা ঃ বুঝবেন। সময় হইলে বুঝবেন।

আইডিয়া ঃ Kindly, একটু বলে দেননা মোল্লা ভাই।

মোল্লা ঃ আবার মনোযোগ দিয়া শোনেন। এই গাছেরে আপনে খুব যতন নেবেন। এই গাছের যতন নেওয়া মানে–। আপনার 'ও' কে যতন নেওয়া। বুঝছেন–।

আইডিয়া ঃ এইটাতো বলতে হবে না। আমার সব শ্রম দিয়ে যত্ন নেবো। কিন্তু – 'ও' যে আসবে– সেটা বুঝবো কেমন করে?

মোল্লা ঃ খুবই সহজ। এই গাছে যখন ফুল ফুটবে–। আপনার নাকে গন্ধ লাগবে। তখনই বুঝবেন সময় হয়ে গেছে– তয় কথা গুলান কাউরে কইতে পারবেন না। কেউ শুনলে কোন কাজ হইবে না।

আইডিয়া ঃ এত সহজ। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

মোল্লা ঃ হবে ভাইসাব, হবে। 'ও' মানে আপনার 'ও' যখন আসবে– তখন আমারে কইয়েন।

আইডিয়া ঃ খুব ভালো লাগছে মোল্লা ভাই।

মোল্লা ঃ আরো লাগবে। তা এইবার কন আপনের 'ও' থাকে কোনখানে?

আইডিয়া ঃ এইখানে। এই বিল্ডিং-এ।

মোল্লা ঃ কি কইলেন– এইখানে? এই বিল্ডিং-এ।

আইডিয়া ঃ জ্বি। আপনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন।

মোল্লা ঃ আমার ঘনিষ্ঠজন! ভাইসাব এ আপনে কি কন?

আইডিয়া ঃ হ্যাঁ। উপর তলায় থাকে। আপনার বাড়ীওয়ালার মেয়ে।

মোল্লা ঃ উফ্‌ বাঁচাইলেন আমারে। আরে আল্লারে– আল্লাহ। নেন তাবিজটা রাখেন। এইবার বউরে চা দিতে কই? বউ–বউ– ও বউ।

কুলসুম ঃ *(নেপথ্য থেকে)* কি কন্‌– ডাকতাছেন ক্যান?

মোল্লা ঃ কোন। এদিকে এসো। দেখো কে আইছে। আইডিয়া ভাইসাব। দু'কাপ চা দেও।

কুলসুম ঃ চা কখন থেকে বানাইয়া রাখছি। আপনে ডাকেন না। তাই আনি না। এই নেন চা।

আইডিয়া ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম। *(কুলসুমের প্রবেশ)*

কুলসুম ঃ ওয়াআলাইকুম।

মোল্লা ঃ আরে শরম কইরো না। লন্ডনে আইসা এত শরম ভালা না। আইডিয়া ভাইসাব খুব ভাল মানুষ। টিক তোমার নিজের ভাইয়ের মত।

কুলসুম ঃ উপরের ঘরের মাইয়া আপনার কথা খুব পটর পটর কইরা কয়। কয় আপনে নাকি অনেক বুদ্ধিমান। অনেক ভালো মানুষ আপনে।

মোল্লা ঃ শুরু হইয়া গেছে ভাইসাব। আর দেরী নাই কাজ আরম্ভ করেন।

কুলসুম ঃ আবার কি কয় জানেন? ও নাকী বাঙালী বিয়া করবো না। কয় বাঙালীরা নাকি খুব ছোট মনের হয়।

মোল্লা ঃ (গলা কাঁশে) কুঁ- কুঁ-- চা খান ভাইসাব।

কুলসুম ঃ একটা মজার কথা শুনলাম ভাইজান। এইটা নাকি সত্যি। গত সপ্তায় পাশের ফেলাটের একটা মাইয়ারে নাকি জ্বীনে ধরছিলো। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর জ্বীন নাকী সুই দেইখ্যা পলাইছে।

মোল্লা ঃ নাউজুবিল্লাহ। এই দ্যাশের মানুষগুলান। এইসব বিশ্বাস কইরা তাবিজের বাজার একদম মান্দা কইরা ফালাইছে। তাবিজ দোয়া থেকে মানুষের

বিশ্বাস উঠাইতেছে।

আইডিয়া ঃ কথাটা ঠিকই বলছেন মোল্লা ভাই। আল্লার কালামের একটা মর্তবা আছে।

কুলসুম ঃ এই দুনিয়াতে আল্লাতালা তিন পদের ওষুধ পাঠাইয়াছেন।

এক– ডাক্তারী

দুই– কবিরাজী– গাছ-গাছড়া এইসব।

আর তিন– হইলো গিয়া– উনি যেইটা করেন। তাবিজ দোয়া আর কি?

মোল্লা ঃ চিন্তা কইরা দ্যাখেন– মানুষ প্রতিদিন যতগুলান পেরাসিটামল খাইতে আছে, ঠিক ততগুলান আল্লার কালাম পড়া পানি খাইলে দ্বিগুণ পরিমাণ রুগ মুছিবত আছান পাইতো।

কুলসুম ঃ এতে আল্লার প্রতি মহব্বত ডবল হইতো।

আইডিয়া ঃ ঠিকই বলেছেন–। তাবিজ তো আল্লার কালামের তৈরী। আমার যেতে হবে হুজুর। এবার আমি উঠি। চলি ভাবীজান।

মোল্লা ঃ আইচ্ছা। আবার আইসেন। খুব ভালা লাগলো। আমিও যামু আপনের কাছে। কয়েকটা আইডিয়া নেওয়ার দরকার আছে।

আইডিয়া ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম।

মোল্লা ঃ ওয়ালাইকুম।

(আইডিয়া চলে যায়)

কুলসুম ঃ মানুষটা ভালা।–

মোল্লা ঃ হ্যা– খুব ভালা। এইবার আপনে ভেতরে যান। আমি একটু আসতাছি।

কুলসুম ঃ আপনে কই যাইবেন?

মোল্লা ঃ হোয়াইট চ্যাপেলে। ফিরতে একটু দেরী হইবো।

কুলসুম ঃ আমার জন্য ডিরিং আনবেন।

মোল্লা ঃ কি ডিরিং?

কুলসুম ঃ রাইবিনা।

মোল্লা ঃ ওরে আমার রাইবিনারে...। কেউ কলিংবেল টিপলে দরজা খুলবা না। এরিয়াটা ভালা না। বিছমিল্লা...

(মোল্লা চলে যায়। বউ যেন কি ভেবে ভেতরে চলে যায়। তারপর গান গাইতে গাইতে আয়না ও চিরুনী নিয়ে ঢুকে। চুল আঁচড়াতে থাকে)

কুলসুম : *(গান)* পাগল মন মনরে, মন কেন এত কথা বলে– আশি তুলায় সের হইলে চল্লিশ সেরে মন– মনে মন একমন না হইলে মিলবে না ওজন।

(পেছন থেকে বাহার খুব সন্তর্পণে প্রবেশ করে। তার কাছে যায়। হঠাৎ তাকে দেখে চমকে উঠে বউ)

কুলসুম : ভূত– ভূত– ভূত– লা হাওলা ওয়ালা ... আজিম।

বাহার : আরে শোনেন–শোনেন। প্লিজ থামেন। আমি ভূত না। আমি বাহার, ডাইরেক্টর। নাটকের ডাইরেক্টর।

কুলসুম : ডাইরেক্টর! আপনে! আপনে ঘরে ঢুকলেন ক্যামনে? আপনে ভূত না মানুষ?

বাহার : আমি মানুষ। তবে নাটকের লোক তো, তাই জীবনটাই আমাদের নাটকের মতো। চলাফেরা নাটকের মতো। কাজও করি নাটকের মতো।

কুলসুম : তা তো বুঝলাম। কিন্তু ঘরে ঢুকলেন ক্যামনে?

বাহার : আপনার গান। আপনার গান আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি পাগলের মতো ছুটে এসেছি আপনার কাছে। সেদিন আপনাকে দেখার পর থেকে আমি উন্মাদ। আমি দেওয়ানা–মজনু। আজ যখন আসি। গান আমাকে পাগল করে তুললো। আহা, একি লতা, নাকি রুনা? কখনও মনে হয় আপনি ম্যাডোনা! আপনার চেহারা। আপনার রূপ। আপনার বয়স। আপনাকে মানুষ মনে হয় না। মনে হয় দেবী। সত্যি আপনি দেবী। কোথায় আপনার থাকার কথা আর কোথায় পড়ে আছেন এখানে?

কুলসুম : আন্নে আমারে হুদাই কইতাছেন না হাছা? আমারও খুব শখ আছিলো গানের। মোল্লার বউ তো তাই কোন সুবিধা পাইনা।

বাহার : এই আপনাকে ছুয়ে বললাম–। বাহার কখনও মিথ্যা বলে না। আপনার তুলনা হয়না। আমি চাইলে এই লন্ডনের মাটিতে আপনাকে অনেক উপরে তুলতে পারি। শুধু একবার আপনি হ্যা বলেন। আপনাকে নায়িকা বানাবো।

কুলসুম : আপনের অনেক গুণ। আমি বুঝতে পারি। আমারে কইতে হইবো না।

বাহার : আমাকে লজ্জা দিবেন না। আপনার গুণের কাছে আমি কিছুই না। শুধু একবার। একবার রাজী হয়ে যান। কি এমন বয়সইবা হয়েছে আপনার? কেন এখানে লুকিয়ে আছেন। সামনে আপনার সুন্দর ভবিষ্যৎ।

কুলসুম : আপনে কি ধরণের নাটক করেন? রূপবান, লাইলু মজনু, নাকি যাত্রা? আমি একবার গেরামে যাত্রা দেখছি। খুব ভালা।

বাহার : ঐ সব না। ঐ সব না। বিলেতের বাঙালী জীবন যাত্রা নিয়ে তৈরী আধুনিক নাটক। আমি ডাইরেকশন দেবো আর অভিনয় করবো। আমি হবো নায়ক আর তুমি হবে নায়িকা। সরি, আপনি হবেন নায়িকা-।

সাইদা : *(নেপথ্য থেকে)* ভাবী। ভাবী ঘরে আছেন?

কুলসুম : কে? সাইদা আপা?

সাইদা : হ্যা ভাবী। আমি একটু আসবো দরকার আছে।

কুলসুম : আসেন না। আমি তো ঘরেই আছি।

বাহার : আমি তাহলে যাই।

কুলসুম : আবার আইসেন।

বাহার : এ্যাঁ। আবার আসবো? কিন্তু কিভাবে আসবো? কখন আসবো?

কুলসুম : ক্যান?

বাহার : ভয় যদিও করিনা তবুও-

কুলসুম : অসুবিধা নাই। আমি একটা সবুজ কাপড় জানালায় ঝুলাইয়া রাখবো। তখন বুঝবেন মোল্লা হুজুর বাড়ী নাই। আপনি আসবেন। আর যদি লাল কাপড় দেখেন তাইলে আসবেন না।

বাহার : আপনার এই বুদ্ধির প্রশংসা আমি পরে করবো। আমি এখন যাই। স্লামুআলাইকুম।

সাইদার প্রবেশ-

কুলসুম : আহেন আপা। আপনে আইবেন তয় এত পারমিশনের কি আছে?

সাইদা : না। কার কথা শুনা গেল তাই।

কুলসুম	ঃ	বাহার ভাইয়ের কথা কন? উনি আসছিলেন। আপনাগো হুজুরের কাছে? না পাইয়া চইলা গেলেন। বইবার চাইছিলেন– তবে উনি বাড়িতে নাই ক্যামনে বইবার কই?
সাইদা	ঃ	ঠিক আছে। ভাবী। আইডিয়া ভাই কেন এসেছিলো। আপনি জানেন?
কুলসুম	ঃ	উনার কাছে। কি যেন কাজে এসেছিলো। বুঝবার পারি নাই।
সাইদা	ঃ	আইডিয়া ভাই খুব ভালো। আমি চিনি?
কুলসুম	ঃ	বাহার ভাইও খুব ভালা মানুষ। আপা। আমার বোইন গেরাম থাইক্যা নিজের হাতে বানাইয়া আমের আছার পাঠাইছে। সে খুব ভালা আছার বানাইতে পারে। চলেন ভেতরে যাই।
সাইদা	ঃ	চলেন–।

(আলো নিভে যায়)

চতুর্থ দৃশ্য

আইডিয়ার বাড়ী। ড্রইং রুম।

আইডিয়া বসে আছে। পত্রিকা হাতে।

মোল্লা : আস্‌সালামু আলাইকুম।

আইডিয়া : আস্‌সালামু আলাইকুম মোল্লা ভাই। আসেন। বসেন। অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করতেছি।

মোল্লা : কেমুন আছেন আইডিয়া ভাই?

আইডিয়া : ভালো। মনে হয় আপনার তদবির সফল হবে–। আমার মন বলতেছে?

মোল্লা : ইনশাল্লা। এইগুলার মালিক একমাত্র ওপরওয়ালা। ভাইসাব। আপনার তো খুব ভালা আইডিয়া আছে। তয় আমারে একখান Advice দিতে হইবো। কিন্তু ব্যাপার হইলো গিয়া কই ক্যামনে?

আইডিয়া : Advice? কি সের Advice?

মোল্লা : বিজনেস–।

আইডিয়া : বিজনেস। তা বিজনেস করবেন আপনি?

মোল্লা : জ্বি ভাইসাব।

আইডিয়া : কি বিজনেস করবেন? আপনার তো ভালই চলার কথা।

মোল্লা : আমার ইতিহাস তো আপনার জানা, ঐসব আর এখন ভালা না। পলিটিক্স ডুকেছে। ঐগুলা বলতে চাই না। এক্কেবারে হাছা কথা। মোল্লাগিরীতে রিসেশন শুরু হইছে।

আইডিয়া : মোল্লাগিরীতে রিসেশন।

মোল্লা : জ্বী ভাইসাব ঠিক কইতাছি। এখন যদি কামাই বরকত না থাকে তা হইলে তো দ্যাশে ফেরত যাইতে হইবো।

আইডিয়া : আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে– আমার থেকেও কঠিন সমস্যা আপনার। বলেন কি করতে চান। কি চিন্তা করেছেন?

মোল্লা : দুই বছর পুলাপান পড়াইয়া, খাইয়া না খাইয়া কিছু ট্যাহা জমাইছি। ঐ গুলানরে এখন কাজে লাগাইবার চাই।

আইডিয়া : পাকাপোক্ত স্থায়ী কোন ব্যবসার কথা ভাবছেন?

মোল্লা : জ্বী। জ্বী ঠিকই ধরেছেন। পারমানেন্ট বিজনেস। মানে ভবিষ্যতে যেন এই দ্যাশে সেটেল হইবার পারি।

আইডিয়া : এই দেশে আর ব্যবসা নাই মোল্লা ভাই। একবার যেটা শুরু হয় ব্যাঙের ছাতার মত শুরু হয়। তারপর রাতারাতি সব ডুম।

মোল্লা : বুঝলাম না। একটু খোলসা কইরা খুইলা যদি কইতেন-।

আইডিয়া : এই দেশে কি ব্যবসা করবেন বলেন, প্রথমে সবাই স্টার্ট করলো রেস্টুরেন্ট, এমনভাবে স্টার্ট করলো কি বলবো। রেস্টুরেন্টের সাথে রেস্টুরেন্ট। সামনে রেস্টুরেন্ট, পিছনে রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্টই রেস্টুরেন্ট। প্রথম প্রথম এতে করে ব্যবসা খারাপ হতো না। কিন্তু এইভাবে হওয়াতে – বুঝতেই পারছেন-

মোল্লা : হু আসলেই মস্তবড় ভেজাল।

আইডিয়া : তারপর শাড়ী সপ, গ্রোসারী সপ, মিনি ক্যাব কত কিছু। এখন আবার ট্রেভেল এজেন্সী। ঘরে ঘরে ট্রেভেল এজেন্সী, দেশে যাবার জন্যে টিকিট কিনবেন? টিকিট সহ এয়ার পোর্ট থেকে ফেরৎ আসতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা, এখন আপনিই বলুন কি করবেন-

মোল্লা : তাবিজ ছাড়া আমার তো আর কোন ব্যবসায়ে এক্সপ্রিয়েন্স নাই, তাই আপনের কাছে আসা। আমি চাই একখান ব্যতিক্রমধর্মী, যেইটা এই বাজারে এখনও চালু হয় নাই।

আইডিয়া : এক্সপ্রিয়েন্স ছাড়া কোন ব্যবসাই করা যায় না। এক একটা ব্যবসা শুরু হচ্ছে আর পটাপট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র কারন এক্সপ্রিয়েন্স নাই। আপনি কি রেস্টুরেন্ট ব্যবসা করতে পারবেন?

মোল্লা : ছি! ছি! ছি! এইটা কি কইলেন? মদের ব্যবসা আমি করবো?

আইডিয়া : তাহলে হালাল ভিডিও সপ করেন-

মোল্লা : হালাল ভিডিও সপ! আপনি কি আমার সাথে মশকরা করতাছেন নাকি ভাইসাব?

আইডিয়া : জ্বী না, মশকরা করবো কেন?

মোল্লা : তাই'লে হালাল ভিডিও বললেন যে? ভিডিওতে হালাল হারামের দেখলেনটা কি?

আইডিয়া : আহা বুঝলেন না- ভিডিওর মধ্যে তিন জাত ক্যাটাগরি আছে। একটা

পি.জি. একটা ফিফটিন আরেকটা এইটিন। এই তিন জাতকে আপনি হারাম হালালে ভাগ করতে পারেন।

মোল্লা : এই সমস্ত ভিডিও দেইখ্যাই আমাদের পুলাপানদের এই অবস্থা। দ্বীন দুনিয়া ভুইলা গিয়া শুধু ভিডিও নিয়া ব্যস্ত। গুনা গুনা, কবিরা গুনা।

আইডিয়া : এই জন্যেই তো বলছি। শোনেন- ওয়াজ, কোরান তেলওয়াত আর ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে হাজারো অডিও ভিডিও ক্যাসেট ও বই আছে। সেইগুলো সংগ্রহ করে হালাল ব্যবসা শুরু করতে পারেন। যেমন ধরেন– সাইদির ওয়াজ, মওদুদীর বই, গোলাম আযমের ৭১ এর ইতিহাস ইত্যাদি।

মোল্লা : ও তাই কন্। আমি তো ভাবলাম মশকরা করতাছেন বুঝি।

আইডিয়া : ছি! ছি! ছি! ছি! ছি! আপনি একজন আলেম মানুষ- আপনের সাথে মশকরা করবো এইটা কি করে ভাবলেন?

মোল্লা : মাফ করবেন ভাই সাব। আমি অন্য কিছু মনে করেছিলাম। আমার ভুল হইয়া গেছে।

আইডিয়া : আচ্ছা! সত্যি করে বলেন তো, আপনার আসল মতলবটা কি?

মোল্লা : আমার কোন মতলব নাই ভাইসাব। সত্যি কথা আমার ট্যাহা গোলানরে একটু কাজে লাগাইবার চাই। আপনেরে বিশ্বাস করন যায় বইলাই আপনের কাছে আসা–।

আইডিয়া : শোনেন। আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি আমার কাজ করে দেন, আমি আপনার জন্যে হালাল ব্যবসা দেখবো।

মোল্লা : বড় শান্তি পাইলাম ভাইসাব।

আইডিয়া : আব্বা আম্মা সবাই দেশে। শুধু ছোট ভাই ফিলিপ মিয়াকে নিয়ে থাকি। তাও আবার নিজে রান্না করে খেতে হয়। আপনি চা খেলে বানিয়ে আনতে পারি।

মোল্লা : না থাক। অন্যদিন খাবো। এখন উঠি। শুধু আমার দিকে একটু খেয়াল রাখবেন ভাইসাব।

আইডিয়া : চলেন– আমারও একটু বাইরে কাজ আছে। কথা বলতে বলতে যাওয়া যাবে–।

(আলো নিভে যায়)

পঞ্চম দৃশ্য

রাস্তা। দিন

মোল্লা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ইংলিশ মেয়েদের পায়ের দিকে দেখছে। দু'একটা ইংলিশ মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

মোল্লা ঃ নাহ্। একটা পান খাইয়া নেই। বুঝলেন- আমি সব সময় বাংলা পান খাই। আইজ খাইস্যা পান খাইছি- মুখটা ঝাল ঝাল করছে। ঘরে যাওনের সময় একটা সুইট খাইয়া যামু-

(মেয়েদের দেখতে থাকে- সাইদা হেঁটে যাচ্ছিলো। মোল্লাকে দেখে থামে)

সাইদা ঃ ওস্তাদজী না? স্লামালেকুম ওস্তাদজী।

মোল্লা ঃ ওয়ালাইকুম সালাম। আরে- সাইদা বোইন, আপনে? কেমুন আছেন?

সাইদা ঃ রাস্তার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইভাবে ইংলিশ মেয়েদের দিকে তাকালে লোকে মন্দ বলবে ওস্তাদজী।

মোল্লা ঃ আসতাগফিরুল্লাহ আসতাগফিরুল্লাহ। কন কি আপনে? আমি ইদু মোল্লা এইসব কি আমার সাজে? নাউজুবিল্লাহ-

সাইদা ঃ রাস্তায় হাজারো চোখ আছে। পায়ের সাথে পা হাঁটে। আরও কত কি? থাক ওসব কথা। আপনি আমাদের বাড়ীতে থাকেন- তাই এসব বললাম। তা যাচ্ছেন কোথায়?

মোল্লা ঃ জ্বে না। তেমন কোথাও না। বাড়ী যাব। সামার টাইম তো, তাই একটু বাতাস খাইতাছি। আপনেও আমার মতন বাতাস খাইতে বেড়াইছেন?

সাইদা ঃ না, আমি কলেজ থেকে ফিরছি। কলেজে ফাংশান ছিলো।

মোল্লা ঃ আইচ্ছা বোইন। এই যে আপনে- কি সুন্দর জামা কাপড় পইড়া শরীর গতর ঢাইকা হাঁটতাছেন। ইংলিশ মাইয়ারা এই রকম ক্যান্?

সাইদা ঃ এই রকম মানে? কি রকম?

মোল্লা ঃ এই যে- জামা কাপড় কম। শরীর উদাম-

সাইদা ঃ ওটা ওদের কষ্টিউম। সামার টাইমে ওরা এ পোষাকই পরে।

মোল্লা : ছি! ছি! ছি! ছি! তাকানো যায় না। লজ্জা লজ্জা।

সাইদা : তাকাবেন না। ঘরে বসে থাকবেন। আর যদি বের হতে হয় বোরখা পরে বেরুবেন।

মোল্লা : বোরখা?

সাইদা : হ্যাঁ আপনি? মেয়েরা যখন পরে না- আপনি পরবেন। হাদিসে আছে। মেয়েরা শরীর দেখলে যেমন গুনা। ওদের শরীরের দিকে তাকানোও তেমন গুনা।

মোল্লা : নাউজুবিল্লাহ- নাউজুবিল্লাহ। ডিরিং খাইবেন, ডিরিং? আমার বউ, মানে আপনের ভাবীজানের ডিরিং খুব ফেবারিট।

(মোল্লা ড্রিংক বের করে দেয়-)

সাইদা : না আমি লাইক করিনা। ওটা ভাবীজানকেই দেবেন। ও হ্যাঁ- ভালো কথা, আপনাকে একটা ঘটনা বলবো শুনবেন?

মোল্লা : ঘটনা? নিশ্চয় হুনবো। আপনে ঘটনা বলবেন আর আমি হুনবো না? বলেন, বলেন ঘটনাটা হুনি-

সাইদা : আজই শুনে এলাম। বড় দুঃখজনক ঘটনা। শুনলে আপনিও অবাক হবেন।

মোল্লা : কি যে বলেন। অবাক হ'বো ক্যান- এ্যাঁ অবাক হ'বো ক্যান্? বলেন-

সাইদা : এখানকার কোন এক মসজিদে নাকি ১৩ বছরের একটা মেয়েকে, ইমাম সাহেব--- ছিঃ ছিঃ ছিঃ কি বিচ্ছিরি ব্যাপার।

মোল্লা : ঘটনাটা আমিও হুনছি। তয় এইগুলান মিছা কথা। এক্কেবারে বেসম্ভব কথা।

সাইদা : বললাম না অবাক হবেন। এই রকম অবাক আমরাও হয়েছিলাম। মসজিদের ইমাম, যার কাছে আমরা ধর্ম শিক্ষা নেই। তার এই কাজ ছিঃ ছিঃ ছিঃ লজ্জার কথা-

মোল্লা : ইমপসিবল। মিছা কথা। ডাহা মিছা কথা। আমি বিশ্বাস করিনা।

সাইদা : অবিশ্বাস করার কিছুই নেই। কোর্টে কেস উঠেছে। জাজমেন্ট চলছে। ইমাম সাহেব এখন জেলে।

মোল্লা : তওবা তওবা তওবা। এই সব হইলো গিয়া ষড়যন্ত্র। ধর্ম বিরোধী এক

শ্রেনীর লোক এইসব বইলা বেড়াইতেছে। এগুলান বিশ্বাস করবেন না। বেদ্বিনের দেশ। সাদা জ্বীনের কারবার।

সাইদা : বেদ্বিনের দেশ? সাদা জ্বীন? এসব আপনাকে কে বললো?

মোল্লা : আইডিয়া ভাই।

সাইদা : আইডিয়া ভাই বলেছেন? হ্যাঁ, উনি খুব জ্ঞানী মানুষ। তা জ্বীন ভূতের ব্যাপারেও উনি খুব ভালো বোঝেন তাই না।

মোল্লা : জ্বে খুব ভালো বোঝেন। আমারে আর আপনের ভাবীজানরে তাবিজ সংগে রাখতে বলছেন। উনিও নিছেন একটা-

সাইদা : উনিও তাবিজ নিয়েছেন?

মোল্লা : জ্বে। আপনে নেবেন একটা? কোন পয়সা লাগবে না। এমনিতেই দিয়া দিমু। মাশাল্লাহ সমস্ত মুশকিল আসান।

সাইদা : আমার কোন তাবিজ লাগবে না। আমাকে তো আর জ্বীনে ধরেনি।

মোল্লা : আহ্ হা, আপনে বুঝতে পারতাছেন না এইটা হইলো গিয়া বশীকরন তাবিজ। জ্বীন, ভূত, প্রেত থিকা শুরু কইরা মানুষও বশে থাকবো।

সাইদা : না থাক। দরকার হবে না। আমার মনের জোরটাই হলো বড় তাবিজ, বুঝেছেন। আমি এগুলা বিশ্বাস করি না।

মোল্লা : দিন কাল ভালা না বোইন। এইটা বেদ্বিনের দ্যাশ। যত সব ধর্ম বিরোধী কায় কারবার। এইখানে কিয়ামতের মনে হয় দেরী নাই।

সাইদা : মাফ করবেন, ওস্তাদজী। এই জন্যেই আপনাদের উপর থেকে লোকজনের বিশ্বাস কমে যাচ্ছে। নিজের দোষ, আপনারা কখনোই স্বীকার করতে চান না। আমি চললাম। পরে দেখা হবে।

(সাইদা চলে যায়)

মোল্লা : বুঝবেন না, বুঝবেন না। সত্যি কথা কইলে বন্ধু বেজার। দুনিয়া শুদ্ধ লোক কত কিছু করতাছে দোষ নাই। আর মোল্লারা কিছু করলেই সব দোষ তার। এইটা ইনজাষ্টিজ-

(ফিলিপ মিয়ার প্রবেশ। হাতে ললিপপ)

ফিলিপ : এ-এ-এ- পাগল। হে- হে- হে- হে পাগল-

মোল্লা : আরে ফিলিপ মিয়া যে। আসেন আসেন। আপনারে পাইয়া ভালই

হইল। আইচ্ছা কন্‌তো- দুনিয়ার ব্যাবাক মানুষ পাগল হইয়া গেল ক্যান্?

ফিলিপ ঃ পয়সা দেন- সুইট খাবো।

মোল্লা ঃ দিতাছি দিতাছি। তার আগে এইখানে একটু বসেন কথা কই। এই ন্যান পয়সা। এইবার কন। মোল্লাগিরী করি বইলা কি আমাদের কোন মান ইজ্জত নাই!

(দু'জন বসে। পয়সা দেয়।)

ফিলিপ ঃ কেন- এ- এ- এ- এ।

মোল্লা ঃ এই ধরেন, ব্যাবাক মানুষ আকাম কুকাম করে, দোষ হয় শুধু মোল্লার। এইডা কি ঠিক?

ফিলিপ ঃ মোল্লা- পঁচা।

(ধাক্কা দেয়। মোল্লা পড়ে যায়)

মোল্লা ঃ ওরে বাবারে।

ফিলিপ ঃ এ- এ- এ- এ পাগল। হে- হে- হে- হে পাগল। পঁচা পাগল।

মোল্লা ঃ ঠিক আছে ঠিক আছে, এইসব আর কমু না। অন্য কথা কই। নেন্ ডিরিং খান।

(ড্রিংক দেয়। এবার তাবিজ বের করে)

মোল্লা ঃ ভাই ফিলিপ মিয়া। আপনের তো মাথা গরম, এই তাবিজটা রাখেন, মন-মেজাজ ঠান্ডা থাকবো।

(ফিলিপ তাবিজটা কিছুক্ষণ দেখে। তারপর মোল্লার মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়)

ফিলিপ ঃ তুই রাখ। পঁচা, পাগল, এ- এ- এ, হে- হে- হে- হে। তাবিজ দেয়- আমাকে এ- এ- এ- এ।

(ফিলিপ চলে যায়। মোল্লা তাবিজটা মাটি থেকে তুলে নেয়)

মোল্লা ঃ বাপ্‌রে বাপ। এতো মহা পাগল। যাই পালাই। আবার যদি আইসা পড়ে। বিসমিল্লাহ্-

(মোল্লার প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

আইডিয়ার বাড়ী। দিন

(একটা বোতল ও একটা ফুলের ডাল হাতে নিয়ে গান গাইতে গাইতে আইডিয়ার প্রবেশ)

আইডিয়া ঃ ডালেতে লড়ি ছড়ি বইও ছাতকি ময়নারে গাইলে বইরাগির গীত গাইও...

(বোতলটা এক জায়গায় রেখে তার মধ্যে ফুলের ডাল রাখতে চেষ্টা করে আইডিয়া এবং একা একা কথা বলতে থাকে)

আইডিয়া ঃ এইবার। এইবার তুমি যাবে কোথায় সাইদা বেগম। তোমাকে আমি পাকড়াও করে ফেলেছি। এক কোপে কেটে এনেছি ফুলের ডাল। তার উপর তাবিজ। আমার ভালোবাসা যদি সত্যি হয়- এবার ধরা তোমাকে দিতেই হবে। হা হা হা। সাইদা বেগম হবে আমার-

(কলিং বেল বেজে ওঠে। আইডিয়া কান পেতে শোনে। আবার কলিং বেল বাজে)

আইডিয়া ঃ অসময়ে আবার কে এলো রে বাবা নিরিবিলিতে প্রেমিকার জন্যে বশীকরণ তাবিজ লাগাচ্ছি, তাও এদের সহ্য হ'লো না।

(আবার কলিং বেল)

আইডিয়া ঃ যাস্ শালা। ভালো একটা কাজ করবো তারও ফুরসৎ নেই। কারো ভালো কিছু দেখলে এদের যেন গা জ্বালা করে ওঠে। আসছি- আসছি। বাবা তাবিজ, তুমি এখানেই থাকো।

(তাবিজটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে আইডিয়া দরজা খুলতে গেল। দরজা খুলে দিলে বাহার প্রবেশ করে)

আইডিয়া ঃ বা বা বাহার, তুই অসময়ে?

বাহার ঃ অসময়ে মানে? জানিস আমি নাটকের ডাইরেক্টার। আমার জীবনটাই নাটক। যেখানে যাই সেখানেই নাটক করি। তা তুই এখন ঘরের মধ্যে কি নাটক করছিলি বাপ্?

আইডিয়া ঃ নাটক? আমি আবার কি নাটক করবো? নাটকের আমি কি বুঝি?

বাহার ঃ তাইলে বল ঘরে কে আছে? কার সংগে এতক্ষণ ফুসুর ফাসুর করছিলি?

আইডিয়া ঃ ফুসুর ফাসুর? আমি? ঘরে? কার সংগে?

বাহার ঃ বল সাইদা এসেছিলো কিনা? সাইদা এসেছিলো কিনা বল? আমি শালা নায়িকার জন্যে একটা মেয়ে খুঁজে পাচ্ছি না। আর তুমি কিনা প্রেম করে বেড়াচ্ছো।

আইডিয়া ঃ প্রেম- এখনো নাগালের বাইরে।

বাহার ঃ বাইরে, না ভিতরে?

আইডিয়া ঃ প্রেম আমার বাইরে। তবে অনুভূতি মনের ভিতরে।

বাহার ঃ পাঁয়তারা ছেড়ে সোজাসুজি করে বল ঘরে কি হচ্ছিলো, নইলে আমি তোকে- জানে খতম করে দেবো।

আইডিয়া ঃ শোন্-

বাহার ঃ ব-ল্-

আইডিয়া ঃ বাবা বাহার।

বাহার ঃ বলো আইডিয়া-

আইডিয়া ঃ আমি ভিক্টোরিয়া পার্ক।

বাহার ঃ ভিক্টোরিয়া পার্ক।

আইডিয়া ঃ হ্যাঁ, গেট টপ্‌কিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। বিরাট উঁচু গেট। টপকাতে গিয়ে লোহার হুকে লেগে আমার ট্রাউজার ছিঁড়ে গেল।

বাহার ঃ ছিঁড়ে গেল-?

আইডিয়া ঃ হ্যাঁ ছিঁড়ে গেল। তবুও আমি থামলাম না এগিয়ে গেলাম। এগিয়ে গেলাম ফুল গাছটার দিকে। তারপর চাকু বের করলাম। চাকু বের করে এক কোপে যেই .... ইঃ হি ইস্। বলে ফেললাম। না আর বলবো না। *(জ্বিভে কামড় দেয়)*

বাহার ঃ বলবি না? মানে?

আইডিয়া ঃ হারামজাদা-

বাহার ঃ হারামজাদা! হারামজাদা আমি না তুই ।

আইডিয়া ঃ তুই- তুই। তুই আমাকে জিজ্ঞেস করলি কেন? জানিস এটা বলে দিলে আমার কত বড় সর্বনাশ হয়ে যাবে?

বাহার ঃ সর্বনাশ। সর্বনাশ তুই দেখেছিস কি হারামজাদা সর্বনাশ তো এখন

আমি করবো। তোর এই ফুলের ডাল আমি ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেবো।

আইডিয়া : বাহার..... বাহার প্লিজ। দোস্ত শোন, কথা শোন। ওতে হাত দিসনে- ওখানে তাবিজ আছে।

বাহার : তা-বি-জ! শালা মূর্খ। ও তাবিজ তোকে কি দেবেরে? ও তাবিজ তোকে কি দেবে। প্র্যাকটিক্যাল হ'- প্র্যাকটিক্যাল। আমার মত প্র্যাকটিক্যাল। যদি সাহস থাকে যা- সাইদার হাত ধরে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসে বিয়ে করে ফেল্। পারবি? পারবি না? কিন্তু আমি? আমি ঠিকই ঐ মোল্লার বউকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসে- নাটকের নায়িকা বানাবো।

আইডিয়া : দোস্ত বাহার। আমাকে একটু হেল্প করবি দোস্ত? সারাজীবন মানুষকে আমি আইডিয়া দিয়ে এসেছি। লোকে আমাকে বুদ্ধির ঢেঁকী বলতো। আজ সামান্য এক মেয়ের জন্যে- আমার বুদ্ধির এই পরিনতি?

বাহার : হ্যাঁ-মেয়েরাই পুরুষকে চতুর বানায়। আবার এই মেয়েরাই পুরুষকে বোকা বানায়। তবে দেখতে হবে- ধারণ করার শক্তি কার কতটুকু। একটা সত্যি কথা বলি। এই মোল্লা ভূয়া, ধোকাবাজ। বাহার কখনও মিথ্যা বলে না- আমি চললাম।

(বাহার চলে যায়)

আইডিয়া : আশ্চর্য। বাহারের মত ছেলে আমাকে জ্ঞান দিয়ে গেল। না, না। মৃত্যুই আমার জন্যে শ্রেয়- আমার মৃত্যু হওয়া উচিৎ। কিন্তু? আমার কেন মৃত্যু হবে? মৃত্যু হওয়া উচিৎ মোল্লার। ইদু মোল্লা- ইদু মোল্লা-

(আইডিয়ার প্রস্থান, ফিলিপের প্রবেশ)

ফিলিপ : এ- এ- এ- এ। পাগল! হে- হে- হে- হে পা-গ-ল। আর আমাকে বলে কিনা পাগল! এই গাছ আমি ছিঁড়ে ফেলবো- এ্যাঁ।

(বলে গাছটাকে টেনে টুনে ছিঁড়ে- ছুঁড়ে ফেলে দেয়)

ফিলিপ : হে- হে- হে- হে- আর পাগলামি চলবে না। হে হে হে হে

(ফিলিপ চলে যায়। আলো নিভে যায়)

সপ্তম দৃশ্য

মোল্লার বাড়ী।

(মোল্লা একা একা কথা বলছে। মাঝে মাঝে পায়চারী করছে। আবার থামছে)

মোল্লা ঃ বউ- বউ গো। এ তুমি কি করলা বউ? বাহার মিয়ার সংগে ঘর ছাইড়া পলাইয়া গেলা? আমি এখন সমাজে মুখ দেখামু ক্যামনে? মাইনষে কইবো, মোল্লার বউ বেগানা পুরুষের হাত ধইরা ঘর ছাড়ছে। ছি! ছি! ছি! এ তুমি কি করলা বউ। এ তুমি কি করলা- *(দরজায় কলিং বেল বাজে)*

এাঁ- কলিং বেল বাজে! ঐ বুঝি আমার কুলসুম ফিরা আইছে।

(দরজা খুলে দেয়। আইডিয়া ঢোকে)

ও- আপনে? আসেন- বসেন। কি জন্যে আইছেন? আমার সর্বনাশ দেখতে আইছেন?

আইডিয়া ঃ হ্যাঁ। আপনাকে খুন করতে এসেছি।

মোল্লা ঃ ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। কন কি ভাইজান? তাইলে তো সব মুসিবত আসান। কন তো চাক্কু নিয়া আসি? আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা নাই ভাইজান, আপনে আমারে মাইরা ফালান। *(কান্না)*

আইডিয়া ঃ মরে যান। মরে যান আপনি। আপনার মরাই উচিৎ।

মোল্লা ঃ ভাইজান, মনে হচ্ছে আপনের মনে অনেক দুঃখ?

আইডিয়া ঃ সাট্ আপ। বাজে কথা বলবেন না।

মোল্লা ঃ আপনের চাইতে আমার মনে এখন বেশী দুঃখ। শুনলে আপনের কইলজা ফাইটা যাইবো। অনেক দুঃখ আমার।

আইডিয়া ঃ থাক। আমি আপনার দুঃখ শুনতে চাইনা। আমার কলিজাও ফাটাতে চাইনা। মাথায় এখন আমার রক্ত। কোন কথা বলবেন না আপনি। চুপ করে বসে থাকেন।

মোল্লা ঃ আপনে বিয়া করেন নাই ভাইজান। বউ এর মরতবা বুঝবেন না। বিয়া করলে বুঝতেন-

আইডিয়া ঃ আপনি মুখ বন্ধ করবেন? নাকি করবেন না?

মোল্লা : আমি আপনের দুঃখ বুঝি ভাইজান। কিন্তু কি করবেন কন্? কপালে না থাকলে জোর কইরা কিছু পাওয়া যায় না। দুনিয়াতে যারে পাইলেন না তারে হারানোর দুঃখে আপনের রক্ত মাথায়। আর আমার? আমি-পাইয়াও সব হারাইছি ভাইজান। আমার সব শেষ- আঃ হা হা হা

(কান্না)

আইডিয়া : আরে থামেন থামেন। কি হয়েছে বলবেন তো?

মোল্লা : দুঃখের কথা কি কমু ভাইজান। আমার বউ- কুলসুম। মানে আপনের ভাবীজান। বাহার ভাইয়ের সাথে পলাইয়া গেছে। আঃ হা হা হা। এখন আমার কি হবে ভাইজান?

আইডিয়া : ছাড়েন ছাড়েন আমাকে। আপনি এখানে বসেন। এবার বলেন কি হয়েছে?

(বসায়)

মোল্লা : আমি একটু বাইরে গেছিলাম ভাইজান। যাওনের সময় আদর কইরা কইলো ডিরিং আইনেন। ঘরে ফিরা দেখি বউ আমার নাই। আহারে-আগে জানলে আমি কি আর বাইরে যাই।

আইডিয়া : তা বাহারের সংগে পালিয়েছে, একথা আপনাকে কে বললো?

মোল্লা : সাইদা বোইনে কইছে।

আইডিয়া : সাইদা বললো আর আপনি বিশ্বাস করে ফেললেন?

মোল্লা : বিশ্বাস না কইরা উপায় কি কন? বাহার ভাইয়ের গোপনে গোপনে আসা যাওয়া। আপনের ভাবীজানের হাত ধইরা কথা কওয়া। সব কিছু সাইদা বোইনে নিজের চক্ষে দেখছে। বাহার আমার বউরে ভাগায়া নিছে।

আইডিয়া : চুপ করেন। বাজে কথা বলবেন না। বাহার আপনার বউকে নিয়ে পালিয়েছে? না আপনার বউ বাহারের সংগে বাইরে বেড়াতে গেছে?

মোল্লা : এ্যাঁ- কি কইলেন? এইডা তো একবারও ভাইবা দেখি নাই। ঠিকই তো আমার বউ যদি ওর সংগে বাইরে বেড়াতে গিয়া থাকে তাইলে-

আইডিয়া : তাবিজ দোয়া করতে করতে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কে কি বললো আর তাই শুনে আপনি পাগল হয়ে গেলেন?

মোল্লা : আয় হায়রে। বউ যে কি জিনিষ এইডা আপনেরে কেম্‌নে বুঝাই

ভাইজান। বউ হইলো জিন্দেগীর চাবি-কাঠি।

আইডিয়া ঃ এই চাবি-কাঠির প্রতি বিশ্বাস নাই তো বিয়ে করলেন কেন? ঘরের বউদের বিশ্বাস করতে হয় বুঝলেন। তা নাহ'লে সংসার কোনদিন সুখের হয় না।

মোল্লা ঃ ঠিকই কইছেন ভাইজান। বউরে আমি বিশ্বাস করি নাই। সব সময় চোখে চোখে রাখছি। কারো সংগে কথা কইতে দেই নাই। এইডা আমার অন্যায় হইছে। বউ গো, তুমি ফিরা আস। আর অবিশ্বাস করুম না।

(বিয়ের সাজে- কুলসুম ও বাহারের প্রবেশ)

কুলসুম ঃ এই তো আমি ফিরা আসছি। কি কইবেন কন?

(মোল্লা অবাক চোখে তাকায়)

বাহার ঃ আসসালামু ওয়ালাইকুম।

মোল্লা ঃ ওয়ালাইকুম ....

বাহার ঃ কি দোস্ত, কেমন আছিস?

আইডিয়া ঃ তোরা? ......কোত্থেকে?

বাহার ঃ আমরা দু'জন। মানে আমি আর .... বুঝতেই তো পারছিস। হা হা হা হা।

(বাহার আইডিয়াকে ইশারা করে, বউ মোল্লার কাছে যায়)

কুলসুম ঃ আপনে কেমন আছেন হুজুর?

মোল্লা ঃ হায় আল্লা, একি দেখতাছি। আমার বউয়ের একি হইলো? বউ- বউ গো তোমার কি হইছে?

কুলসুম ঃ জানেন আইডিয়া ভাই, অনেকদিন পর শান্তিমত মন খুইলা বেড়াইলাম। বড় ভালো লাগলো-

মোল্লা ঃ নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। তোমারে জ্বীনে ধরছে বউ। খতরনাক জ্বীনে। তাবিজটা কই? তাবিজটা সংগে রাখো নাই?

কুলসুম ঃ না। আপনের তাবিজে আমার বিশ্বাস নাই। ফালাইয়া দিছি।

মোল্লা ঃ হায় হায় হায়, সর্বনাশ হইছে। বউ আমার হাতছাড়া হইয়া গেছে। জ্বীন জ্বীন, সাদা জ্বীন-

কুলসুম ঃ থামেন। আপনে তো আর আসল মোল্লা না যে জ্বীনের কথা জানেন। আছিলেন তো মিনিসিপলিটির পিওন। মোল্লাগিরির স্পনসর নিয়া লন্ডন আইছেন। আপনে একটা ফোর টুয়েনটি-

আইডিয়া ঃ কি- আপনি আসল মোল্লা না?

মোল্লা ঃ হ্যা ভাইজান, না ভাইজান, ইয়ে মাইনে হ্যা ভাইজান-

বাহার ঃ উনি যে আসল মোল্লা না সেটা আমি অনেক আগেই জেনেছিলাম।

মোল্লা ঃ জ্বে ভাইজান, আমি আসল মোল্লা না। আছিলাম মিনিসিপালিটির পিওন। মসজিদের স্পনসর নিয়া নকল মোল্লা সাইজা লন্ডন আইছি।

কুলসুম ঃ এই দেশের সহজ সোজা বাঙ্গালী মানুষগুলানরে আপনে ঠকাইছেন। আপনে আমারেও ঠকাইছেন। আপনের চালাকি আর চলবো না। মোল্লার- বউয়ের অভিনয় করতে করতে আমারও জান শেষ। আর পারি না-

আইডিয়া ঃ মাফ চান- মাফ চান আপনি।

কুলসুম ঃ না না আমারে না। আপনে আইডিয়া ভাইজানের কাছে মাফ চান-

মোল্লা ঃ ঠিক আছে আমি মাফ চাইতাছি। কিন্তু তার আগে কও। বউ এই কামডা তুমি ক্যামনে করলা? এক স্বামী থাকতে, আরেক জনের লগে। শরিয়তের বাইরে .....

বাহার ঃ আপনার উত্তর আমিই দিয়ে দিচ্ছি। আজ আমার নাটক ছিলো। ভাবীজান, মানে কুলসুম ভাবীজান আমার নাটকের নায়িকা ছিলেন। আপনাকে বললে তো আর পারমিশন দিতেন না, তাই চুপ করে ভাবীজানকে আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম। নাটকের নাম "আইডিয়া ও মোল্লা ভিজিট।"

মোল্লা ঃ "মোল্লা ভিজিট"! হ্যা ঠিকই কইছেন। আইজ আমি সব খুইলা কমু। খুইলা কমু কেন মোল্লা ভিজিট হইলাম।

দর্শকদের উদ্দেশ্যে মোল্লার বক্তব্য-

প্রিয় দর্শকবৃন্দ। আসসালামু ওয়ালাইকুম। আমি ইদু মোল্লা, এতক্ষন মোল্লা ভিজিটের চরিত্রে নিজেকে উপস্থাপন করেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন। এই রকম একটা ভাইরাস দূষিত চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে আমার ভেতরে একটা চরম অপরাধবোধ নাড়া দিয়ে গেছে। আমি জানি এই সমাজে আমার মত হাজারো ব্যাধি ধ্বংস করছে মানুষের

বিশ্বাস আর নৈতিকতাকে।

বিলাত নামের এই জায়গাটিতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আশ্রয় নিতে হয়েছে প্রতারনার। আপনারা আমাকে মাফ করবেন।

আরো একটা কথা আপনাদের বলতে হয়- প্লিজ সব সময় সতর্ক থাকবেন। এই সমাজে আমার মত মোল্লা ভিজিটের অভাব নেই।

আমাকে দোয়া করবেন। আপনারা ভালা থাকুন, সুন্দর থাকুন।

—শেষ—

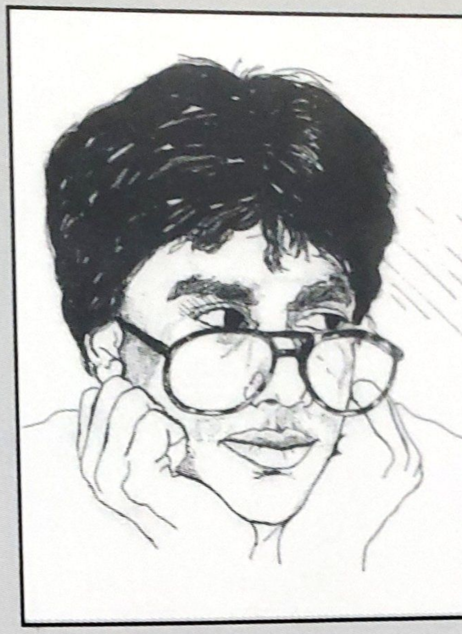

স্কেচ : উত্তম সেন

একজন সমাজ সচেতন তরুণ নাট্যকার, ছড়াকার এবং সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে বিলেতের বাঙালি সমাজে আবু তাহেরের ব্যাপক পরিচিতি। সিলেটের গোপালগঞ্জ উপজেলার চন্দরপুর গ্রামে ১৯৬৮ সালের ১২ মে তার জন্ম। বাবা মোঃ মোক্তার আলী, মা মরহুমা মাছুমা খাতুন। ১৫ বছর ধরে তিনি বিলেত প্রবাসী। পেশায় একাউন্টেন্ট।

স্কুল জীবন থেকেই লেখালেখি করছেন। তার লেখায় সবসময়ই খুঁজে পাওয়া যায় ধর্মান্ধতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। লেখালেখির পাশাপাশি তিনি সাহিত্য সংস্কৃতি আন্দোলনেরও একনিষ্ঠ সংগঠক। 'তদবির'সহ তার ৪টি নাটক ইতিমধ্যেই বিলেতের বিভিন্ন মঞ্চে প্রদর্শিত হয়েছে। জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বেরিয়েছে ছড়াগ্রন্থ 'মার শালাদের মার'।

ব্যক্তিগত জীবনে আবু তাহের বিবাহিত। স্ত্রী মিতা তাহের একজন প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতশিল্পী। দেশে থাকতে বেতার-টেলিভিশনে লালনগীতি ও আধুনিক গানের তালিকাভুক্ত শিল্পী ছিলেন। এখন বিলেতেও নিয়মিত গান করেন এবং শেখান। তাদের দুই সন্তান মাহি ও মিম।